বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক
দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলন- ২০০৮-এর ঘোষণা

আমরা, তৃণমূলের একদল নারী সংগঠক দ্বিতীয় জাতীয় কনভেনশন উপলক্ষে ১৮ এপ্রিল, ২০০৮-এ ঢাকায় সমবেত হয়ে ক্ষুধামুক্ত আত্মনির্ভরশীল দেশ গড়ার লক্ষ্যে ২০০৭ সালের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রত্যাশার আলোকে বিভিন্ন কর্মসূচি নির্ধারণ করেছি। আমাদের কাজের উদ্দেশ্য হলো ক্ষুধা অবসানের লক্ষ্যে চলমান গণজাগরণকে ত্বরান্বিত করা। আমাদের প্রত্যাশা, দেশের জন্য একটি নতুন ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা-যেখানে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে নারী-পুরুষের যৌথ নেতৃত্ব ও সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এ লক্ষ্য অর্জনে তৃণমূল নারীদের নেতৃত্ব দেবার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে-আমাদের, বিশেষ করে নারীদের সুপ্ত সৃজনশীল শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এবং তাদেরকে সংগঠিত করে আমাদের প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ অর্জন করা সম্ভব। আর এ উপলব্ধির ভিত্তিতে আমরা নারীদের জন্য সম্মানজনক, সমতাভিত্তিক এবং ন্যায্য অবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে স্বপ্রনোদিত হয়ে দ্বিতীয় কনভেনশন থেকে নিম্নোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

আমরা দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করছি যে,

১। **‘বিকশিত নারী’** নেটওয়ার্কের সদস্য হিসেবে আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে বাংলাদেশকে ক্ষুধামুক্ত করার লক্ষ্যে নিজেকে এবং অন্যদেরকে যুক্ত করার মধ্য দিয়ে সকলের সৃজনশীলতা ও অন্তর্নিহিত শক্তির সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটাব, যাতে এ প্রক্রিয়ায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব দিতে আমরা সকলেই সক্ষম হয়ে উঠি;

২। তৃণমূল পর্যায়ে নারীর মানবাধিকার সুরক্ষা ও তাদের জীবনমান বিকাশের লক্ষ্যে আগামী এক বছরের মধ্যে সারা দেশের কমপক্ষে ৫৫টি জেলার ৫৭টি থানার ১০০টি ইউনিয়ন এবং ২টি পৌরসভার ১৬টি ওয়ার্ডকে **যৌতুক ও বাল্যবিবাহমুক্ত** করব, এসব ইউনিয়নে প্রতিটি পরিবারের স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানির ব্যবহার নিশ্চিত করব, স্কুলবয়সী প্রতিটি **ছেলে মেয়ের স্কুলে ভর্তি ও তাদের লেখাপড়া** নিশ্চিত করার জোর প্রচেষ্টা চালাব, **বিবাহ নিবন্ধনসহ** প্রতিটি **শিশুর জন্মনিবন্ধন** নিশ্চিত করার সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলব এবং নারী, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া নারীদের নিয়ে **আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি** এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে আমাদের ‘পূর্ণ মালিকানা ও নেতৃত্বে’ **স্থানীয় নারী সংগঠন** গড়ে তুলব। একইসাথে বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সদস্য হিসেবে আমরা নিজ নিজ এলাকায় উল্লেখিত ছয়টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ব্যাপারে সোচ্চার হব এবং কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করব;

৩। আমরা এখানে আরো দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করছি যে, আমরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে **পারিবারিক নির্যাতনসহ নারীর প্রতি সকল সহিংসতার বিরুদ্ধে** রুখে দাঁড়াব এবং সর্বোচ্চ প্রতিরোধ গড়ে তুলব;

৪। সমাজে **কন্যাশিশু ও ঝরে পড়া ছাত্রীদের শিক্ষার অধিকার** নিশ্চিত করব এবং তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলব;

৫। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তগ্রহণ চাপ অব্যাহত রাখব;

৬। এ নেটওয়ার্কের সদস্য হিসাবে আমরা নিজ নিজ এলাকায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ উদ্যাপনের কার্যকর উদ্যোগ নেব। তবে বিশেষত **আন্তর্জাতিক নারী দিবস, জাতীয় কন্যাশিশু দিবস এবং রোকেয়া দিবস** অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করব।

এই কনভেনশনে আমরা আমাদের ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়কে পুনরায় ব্যক্ত করছি। আমরা প্রতিশ্র“তি ঘোষণা করছি যে, আমাদের এ প্রত্যাশাকে বাস্তব রূপ দিতে কোন বাধাকেই আমরা বাধা মনে করব না।

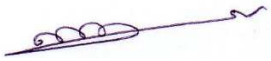

নাছিমা আক্তার জলি
আহ্বায়ক
কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি